‘আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা’

গ্রাম এলাকার অনেক রোগীই আমার ঢাকার বাসাতে আসেন। অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বলেন, রাতে রাতে ঘুষঘুষে জ্বর হতো, ওজন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। হাঁটাচলার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ ভাবেন আমার নামের আগে ‘ড.’ শব্দটা থাকাতে চিকিৎসাবিদ্যা আমার করায়ত্তে, রোগের চিকিৎসাটা ভালো হবারই কথা। অথবা অন্য কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে পরামর্শ দেবো। তাদের মাথায়ই আসে না যে, সব জ্বরই প্যারাসিটামল চিকিৎসায় ভালো হয় না। অথচ প্যারাসিটামল এক বছর ধরে খেয়েই চলেছে। জ্বর রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রোগীর সচেতনতার অভাব। মনে মনে জীবন শেষের পর্যায়ে চলে গেছে। জীবনঘাতি রোগ তৃতীয় পর্যায় পেরিয়ে গেছে। এক রোগ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রোগগ্রস্ত করে বিকল বানিয়ে ছেড়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক চোর-ডাকাতকেও আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামতে দেখেছি। চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেশাত্ববোধ দেখেছি। দেখেছি দলমত নির্বিশেষে দেশমাতৃকার কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পরবর্তীতে তাদের কাউকে পুরোনো পেশায় ফিরে যেতেও দেখেছি। কম লোককে দেখেছি মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য হারাতে; ডাহা মিথ্যা নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্য বলতে। আশা ছিল জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এদেশের উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারবো। এখন এদেশের মানুষের ভিন্নরূপে দেখছি। দায়িত্বপূর্ণ পদে বসেও অনেকের প্রতারণামূলক কথা বলতে মুখে বাধে না। এত হালকা প্রতারণা যে, রাজনীতি-না-করা লোকও এসব বোঝেন। আমরা নিজেদেরকে এতই ‘উর্ধ্বলোকের মানুষ’ ভাবি যে, নিজ দেশের কর্মজীবী মানুষগুলোকে বোকা ভাবি। কোনোভাবে ফন্দি-ফিকির করে, উচ্চপদের লোকদেরকে নানান সুবিধা দিয়ে ম্যানেজ করে, নামিদামি ধাপ্পাবাজ ব্যবসায়ীদের অবৈধ ব্যবসার সুবিধা করে দিয়ে, নিকটের ও দূরের বিদেশীদের পাওনামতো বুঝ দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে বা ক্ষমতায় যেতে পারলেই পোয়াবারো। ‘এদেশের সাধারণ মানুষ, যাদের সেবার জন্যই রাজনীতি, তারা আবার কোন ছার!’ এটা মহান রাজনীতিকদের অব্যক্ত মনোভাব। আমাদের রাজনীতির ধারা এমনটাই শুরু হয়েছে।

স্বাধীনতার সময়ে বলা ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই’ কথাটার বাস্তবায়ন দেখতে চেয়েছিলাম। যে রাজনীতি দিয়ে রোগ সারবে, সোনার মানুষ গড়ে উঠবে ভেবেছিলাম, সে রাজনীতিই এখন দিনে দিনে জটিল রোগে আক্রান্ত, মানুষের চরিত্র ধ্বংসের প্রতিষ্ঠান। কুইনাইনের জ্বরে ধরেছে। এদেশের সকল রোগের সুতিকাগার এই দিকভ্রান্ত রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের নীতিভ্রষ্ট চিন্তাচেতনা ও আচরণ। প্যারাসিটামল দিয়ে বেশ ক’বার জ্বর সারানোর চেষ্টা করা হয়েছে, (যেমন– ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬ সাল)। এতে রোগের সাময়িক উপশম হয়। রোগ যায় না। ঘুষঘুষে জ্বর থেকেই যায়, আবার ফিরে আসে। তাই দেশ বাঁচাতে এখন রোগগ্রস্ত রাজনীতি থেকে পরিত্রাণই মুখ্য বিষয়। রাজনীতির খোলনলচে বদলানোর সময় চলে এসেছে। রোগীর ভিতরটা পুরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। এ রোগের চিকিৎসা নিয়ে আমি কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করছি। অসুবিধে হচ্ছে আমার কোনো মেডিকেল বোর্ড নেই। প্রয়োজনে বোর্ড গঠন করে নেওয়া যায়। আমি কিন্তু গ্যারান্টি দিতেও রাজি। রোগের উপসর্গ ও ওষুধ আমার জানা। কঠিন রোগের নিরাময়ে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে আরো বড় অপারেশন, অঙ্গচ্ছেদন অপরিহার্য। কষ্ট লাগলেও জীবন রক্ষার তাগিদে এ অপারেশন মেনে নেওয়া ভালো। বিষয়টাকে হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। রাজনীতি ভালো হোক, খারাপ হোক, প্রতিহিংসাপরায়ণ হোক– এতে সাধারণ মানুষের কিছু যায়-আসে না। আমরা এই প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি থেকে নিয়মের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে চাই। আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে আমার গণরায় আমি দিতে চাই। সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে চায়। বিভাজন, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ কখনো বসবাসে শান্তি আনতে পারে না। এগুলো করে ‘মজা মারছে ফজা ভাই, আমাদের কেবল ঘুম কামাই’ সার হয়েছে।

সাধারণ মানুষ অসহায়। যদিও অনেককে বলতে শুনি, দেশটা না কি জনগণের। আমি ক্রমশই বিশ্বাস হারাচ্ছি। কারো মুখের কথার প্রতি তো আস্থা রাখতেই পারছি না, কাগজ-কলমের প্রতিও বিশ্বাস হারাচ্ছি। অনেক রাজনীতিক দেশটা তাদের তালুক বলে গণ্য করেন। কোনটা সঠিক? আমি সন্দিগ্ধমনা। দিন যতই যাচ্ছে রাজনীতির রোগ প্রকট আকার ধারণ করছে। এদেশে সমাজ-সংসার, দুনিয়াদারি, মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য সব কিছুই আজ রাজনীতি নামের সম্মোহনী একচোখা দানবের করালগ্রাসী। এই সর্বনাশা রাজনীতি সত্য, সুনীতি, মানবতা, লজ্জাবোধ, বিবেকবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা ক্রমেই ধ্বংস করে ছাড়ছে। মনুষ্যত্ববোধের এসব কথা এখন শুধু অভিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজনীতি মানেই সকল অপকর্ম, মিথ্যা ও লুটপাটের আখড়া। এর থেকে কোনো সুস্থ মানুষ এবং দেশ নিরাপদ নয়। যখনই শুনি কেউ রাজনীতি করে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনের মধ্যে খটকা লাগে, একটা ঘৃণা মনের অজান্তেই ভেসে ওঠে। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে তো দেশ ও সমাজ চলে না। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্ম এত ঘৃণ্য ও জঘন্য হলো কেন? এদেশের যত সামাজিক অবক্ষয়, অপকর্ম, অপচিন্তার জনক এই দিগ্‌ভ্রষ্ট রাজনীতি। আমার কথায় কষ্ট না পেয়ে বাস্তবতার সাথে কেউ এদের কর্মকাণ্ড ও প্রতারণাপূর্ণ কথার তুলনা করলেই সত্যতা পাবেন। আর যারা রাজনীতির আশির্বাদপুষ্ট হয়ে কোনো না কোনোভাবে পদ, আর্থিক সুবিধা, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জন করতে পারছে, অথবা অর্জনের ধান্দায় আছে, তারাই এ বিষবৃক্ষ-সদৃশ দুর্গন্ধভরা রাজনীতির সমর্থক সাজছেন। ভাষার আখরে এত খারাপ কথা লিখতেও কষ্ট লাগে। না লিখেও গত্যন্তর থাকে না; অসহায় হয়ে পড়ি, তাই অবশেষে লিখি। আমি বলি, এদেশে মনুষ্যত্ববোধের সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী রাজনীতি। এদেশের সাধারণ কর্মজীবী মানুষ, যার যার কর্ম সে করে খাচ্ছে। খারাপ পরিবেশের ছোঁয়া এদেরকেও স্পর্শ করছে। তবে লেখাপড়া জানা পেশাজীবীদের অনেকেই রাজনৈতিক দলের সাপোর্ট করতে গিয়ে কেউ অতি সন্তর্পণে, কেউবা প্রকাশ্যে অন্যায়, দুর্নীতি, মিথ্যাচার নিঃসংকোচে ও নির্দিধায় চালিয়ে যাচ্ছে। যিনি দেখছেন ও বলছেন, তার জীবন কন্টকাকীর্ণ। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই, কোনো সামাজিক বিচার নেই, নিয়ম-নীতি নেই। সমাজ কাঠামোও ভেঙে পড়েছে। জোর যার মুল্লুক তার। সর্বত্র পেশীশক্তির প্রাধান্য। আজকের পত্রিকাতেও দেখলাম, 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে খেলাপি ঋণ, বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার জরুরি: প্রকৃত খেলাপি সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার কম না। সর্ব্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসেছে' (যুগান্তর, ৩.১০.'২৩)। আবার একই পত্রিকায় পড়লাম, 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ'। আরো পড়লাম, 'বাংলাদেশের মানুষ যেন স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচন করতে পারে সে জন্য ভিসানীতি: মিলার'। আমি কিন্তু একবারও ভাবি না যে, নেতা নির্বাচন হয়ে গেলেই দেশের উন্নতি আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। সবই অন্তঃসারশূন্য কথাবার্তা। বায়ান্ন বছরের অভিজ্ঞতা বলে, এসব সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা ও সময়কে দীর্ঘায়িত করার ফন্দি।

প্রতিটা মানুষের বিবেক তাকে পাহারা দেয়। সমাজের দিকে তাকালে বোঝা যায়, অনেকেরই বিবেকবোধ লোপ পেয়েছে। আমরা কোথায় চলেছি? মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলল কেন, এবং কীভাবে? এ নিয়ে পর্যবেক্ষণে নেমেছি। আমরা মানুষ, না কি মানুষ নামে অন্য কোনো প্রাণিতুল্য। এসব অনাচার, অবিচারের মূলে দেখছি মনুষ্যত্বের কূলনাশা দেশীয় রাজনীতি এবং তার মূলে আছে শিক্ষাহীনতা, যা অন্ধকার যুগকেও হার মানায়। যার শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান আছে, কিছু টেকনিক্যাল দক্ষতা আছে, তাকেই আমরা শিক্ষিত মানুষ বলে আখ্যায়িত করছি। বিষয়টা আসলে তা নয়। সমাজে গাওয়া ঘি এবং ডালডা কিংবা পাম-অয়েল একই দামে বিক্রি হচ্ছে। কখনো গাওয়া ঘি-এর বাজার মন্দা। আবার কখনো ডালডা বা পাম-অয়েলের সাথে কেমিক্যাল মিশিয়ে তৈরি কৃত্রিম ঘি-কে গাওয়া ঘি বলে চালিয়ে দিচ্ছি। কখনো গাওয়া ঘি-কে বাজার থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেওয়ার জন্য অপপ্রচারে নামছি, বিজ্ঞাপন প্রচার করছি; এবং মানুষ তা বিশ্বাসও করছে, লুফে নিচ্ছে। আগুনকে মুঠিবদ্ধ করা যত কঠিন, তার থেকে বেশি কঠিন সততা, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে এ সমাজে কর্ম করে খাওয়া ও বসবাস করা।

বাতাসের মধ্যে থেকেও আমরা যেমন বাতাসের অস্তিত্ব অনুভব করতে ভুলে যাই, তেমনি এমন ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট পরিবেশের সাথে থেকেও আমরা তা অন্তর দিয়ে না ভাবলে অনুভব করি না, আমরা বোধহীন হয়ে পড়ি। এই বায়ান্নটা বছরের ব্যবধানে পরিস্থিতির এত অবনতি হলো কেন? অথচ আমাদের অনেকেই এ নিয়ে আদৌ ভাবছি না, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে বোধহীন অবস্থায় ভেসে চলেছি। চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও কর্মে মনুষ্যত্বের ছোঁয়া নেই বললেই চলে, যদিও আমরা সবাই নিজেকে মানুষ বলে দাবি করি। মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কে উৎকৃষ্ট বা কে নিকৃষ্ট– এ বিচারবোধ সমাজ থেকে উঠে গেছে। কে কোন দল করে, কে কোন দলের সাপোর্টার– এটাই ভালো-মন্দ বিচারের প্রধান মাপকাঠি। আর অল্প দিনের মধ্যেই আমরা দল বিবেচনা করে কারো জানাজায় শরিক হব। তখনই বোঝা যাবে এদেশে ন্যায়বিচার নেই। এদেশে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষাও নেই। মানুষে মানুষে বিভেদ ও প্রতিহিংসা ছড়িয়ে সমাজ ও দেশকে ধ্বংস করা ছাড়া কী লাভ আমরা পাই! নিশ্চয়ই আমরা কোনো না কোনো অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছি।

যৌবনের প্রারম্ভে হাইস্কুল পেরোনোর শেষের দিকে জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বলতে বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো। এখন জীবনের চাওয়া-পাওয়ার বিশাল গরমিল হওয়াতে কেন যেন বুকের ছাতি আর ফুলে ওঠে না। ভালোবাসার সে অনুভূতি জীবন, ঘটনা ও পরিস্থিতির কোন এক অজানা চোরাবালিতে আটকিয়ে গেছে। আমি আমার এ অপরাধ নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু এমনটি হলো কেন? এক দলের মিছিলে গিয়েও অর্ন্তদ্বন্দ্বে সেখানেই মারামারি চলছে। দয়া-মায়া মানুষের মন থেকে উঠে গেছে। আমি তো দেখি রাজনৈতিক আদর্শ বলতেও কিছু নেই। সরকারের কোনো সেক্টরের কোনো কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও আইনের শাসনও নেই। প্রতিটা পদে পদে হ-য-ব-র-ল। আমরা আমাদের চরিত্র (সৎ প্রকৃতি) হারিয়ে ফেলেছি। সকল ক্ষেত্রে স্বার্থপরায়ণতা ও কৃত্রিমতা আমাদের সঙ্গী। আমরা সর্বজনীনতা ও সামষ্টিক মানসিকতার অভাবে ভূলুণ্ঠিত, ধ্বংসের পথে ধাবমান। নেতা নির্বাচন করলে আপত্তি নাই। তবে নেতাদের মধ্যে এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরিত্র (সৎ প্রকৃতি), মনুষ্যত্ববোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে যত কথাই বলি, প্রতিজ্ঞা করি দেশ ও জাতির উন্নয়নে ফলপ্রসূ কিছু হবে না; সময় ক্ষেপণ হবে মাত্র। কাজটা সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো একবার করতেই হবে। শুরুটা বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। এজন্য প্যারাসিটামলে জ্বর সারার সময় শেষ। এখন রোগীর জীবন বাঁচাতে প্রথমেই এন্টিবায়োটিক অথবা প্রয়োজন মোতাবেক বড় রকমের অপারেশন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার এক সহকর্মী, ধানমন্ডিতে দশ কাঠা জমির ওপর ষাটের দশকে বাপের তৈরি স্মৃতিবিজড়িত দোতলা বাড়ি। ছাদ রসে গেছে। বৃষ্টি এলে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। বার বার মেরামত করেও কাজ হচ্ছে না। বসবাসে শান্তি নেই। বললাম: দিন যত সামনে যাবে, ঐ পুরোনো বিল্ডিং তত অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর দেরি নয়। ধানমন্ডিতে সেই দোতলা বাগানবাড়ির যুগ কি আর আছে! আপনার দোতলা বাড়ি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। কবে না-জানি আপনার গায়ের ওপর ভেঙে পড়বে! ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ার ডাকুন। প্রথমে বাড়িটা ভেঙে চুরমার করে ধ্বংসস্তুপসহ সরিয়ে ফেলুন। এখানেই শেষ নয়; এ দশ কাঠা জায়গার মাটি কমপক্ষে পনেরো হাত খুঁড়ে উঠিয়ে দূরে কোথাও ফেলে দিন। অতপর নীচে পনেরো তলার ফাউন্ডেশন দিয়ে চার বছরের মধ্যে আবার পনেরো তলা নতুন বিল্ডিং গড়ে তুলুন। শান্তিতে বসবাস করুন। রবি ঠাকুরের সে কথা কি আপনার মনে পড়ে? 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'।

(১১ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।